37

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08 MAR 1995 ...

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৭ ...

মনোহরদী ঃ ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়ে দুর্নীতি চলছে

মনোহরদী (নরসিংদী), ৭ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি এখানে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল–মাদ্রাসার ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম আর জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে প্রকাশ কলেজের স্নাতক ক্লাশের হিন্দু ছাত্রীকে মুসলমান নাম দিয়ে মাদ্রাসার নামে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ছাত্রী উপবৃত্তি নামের এ টাকা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন যোগ্যতা অপরিহার্য বলে বিধান রয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষায় ৪৫% ভাগ নম্বর প্রাপ্তি, অবিবাহিত এবং ক্লাসে ৭৫% ভাগ উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে থানার অনেক স্কুল–মাদ্রাসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। বিভিন্ন স্কুল–মাদ্রাসায় ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষক নিজেদের পকেট ভারী করছেন। ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট ছাত্রী বা তার অভিভাবকও বখরা পাচ্ছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এজন্য কলেজ ছাত্রীদের নাম, পরিচয় ও ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে। মনোহরদী ডিগ্রি কলেজের এইচ এস সি ফেল ছাত্রী কণিকা। তার পিতার নাম হিতু চন্দ্র। তাকে থানার নাকপুর কেইউ মাদ্রাসার ছাত্রী দেখিয়ে গত বছরের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এ বছরও তাকে উক্ত মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। একই কলেজ থেকে '৯৩ ও '৯৪ সালে পর পর দু'বার এইচএসসি ফেল ছাত্রী আমেনা বেগমকে একই মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির জন্য ফরম পূরণ করে পাঠানো হয়। চন্দনবাড়ী পাইলট গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে একই মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্রী উল্লেখ করে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত মাদ্রাসায় তার পরিচিতি নম্বর ১১২ বলে জানা গেছে। একই অভিযোগ পীরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। উক্ত বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ১৮ জন ছাত্রীর মধ্যে ১১ জনই বিভিন্ন কলেজের নিয়মিত ছাত্রী। এর মধ্যে '৯৪ সালে ডিগ্রি পাস ছাত্রীও রয়েছে বলে অভিযোগে জানা গেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, উক্ত স্কুলের নবম শ্রেণীর ভুয়া ছাত্রী তাপসী। প্রকৃতপক্ষে সে '৯৪ সালে মনোহরদী ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ। তার মা একই স্কুলের শিক্ষিকা। তার পরিচিতি (আইডি) নম্বর ১২১৪। এছাড়া একই স্কুলের নবম শ্রেণীর নাসপাতি কলেজছাত্রী, আইডি নং–১১১৪, লতিফা থানার এলকে হাই স্কুল থেকে তৃতীয় বারের মতো এসএসসি পরীক্ষার্থিনী। তার প্রকৃত নাম লুৎফুন্নাহার লতিফা পিতা– এ মজিদ। মনোহরদী ডিগ্রি কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষার্থিনী ঝরনা (আইডি নং–১১২৬), মিন্টু (আইডি নং–১১৩৮) চালাকচর হাইস্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থিনী। এছাড়া খিদিরপুর কলেজ থেকে এইচএসসি ফেল এবারও পরীক্ষার্থিনী মাসুদা আক্তারকে ফাতেমা নাম দিয়ে (আইডি নং–১১৬৩), উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের জন্য নবম শ্রেণীর ছাত্রী উল্লেখ করা হয়। আইডি নং–১১৮৭ এর রোকশানা, আইডি নং– ১১৯৯ এর নিলুফা, আইডি নং– ১২৩৮ এর ফেরদৌস– এরা সবাই মনোহরদী ডিগ্রি কলেজের নিয়মিত ছাত্রী। এদের উক্ত স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

OF ___ SHEETS